দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩ ......

NOV. 03 2000

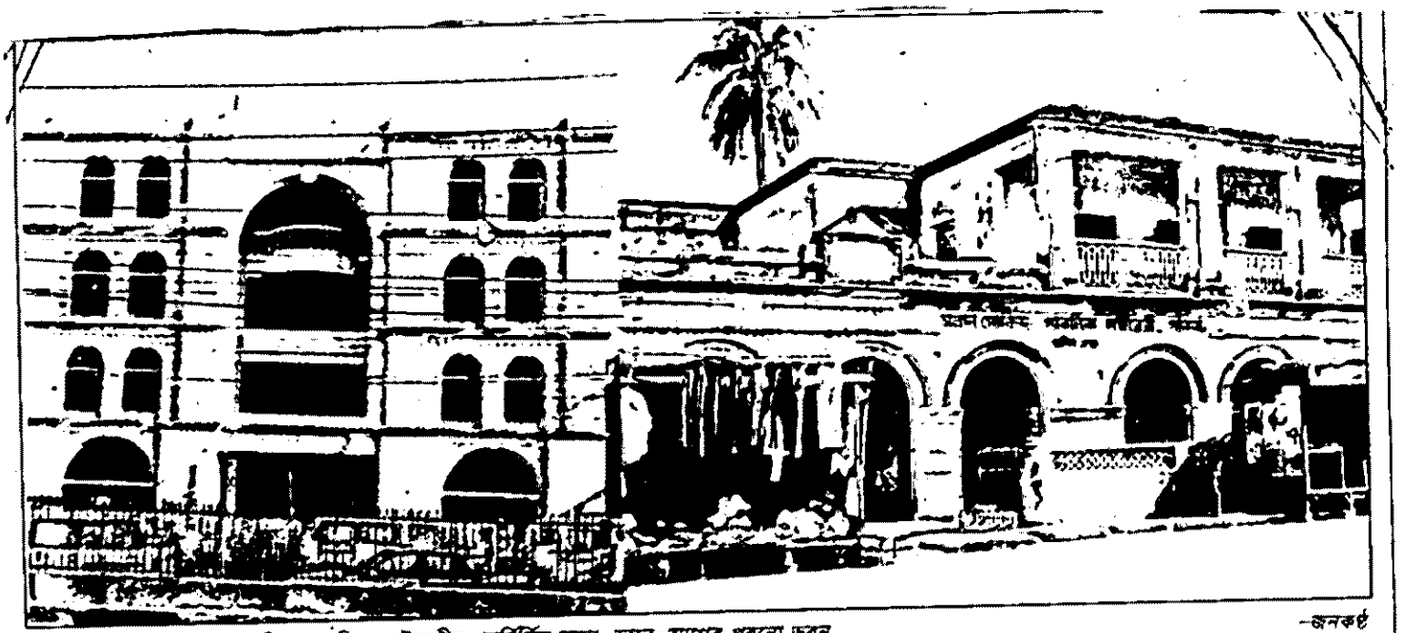

পাবনা : বাঁয়ে- অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরীর পুনর্নির্মিত ভবন, ডানে-আগের পুরনো ভবন —জনকণ্ঠ

পাবলিক লাইব্রেরীটি আবার প্রাণ ফিরে পেল

আখতারুজ্জামান আখতার, *পাবনা থেকে*

১১২ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত জমিদার অন্নদা গোবিন্দ চৌধুরীর স্মৃতিময় প্রাচীনতম জ্ঞানভাণ্ডার পাবনার অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরীটি বর্তমানে নতুন করে প্রাণ ফিরে পেয়েছে। গত ২৫ অক্টোবর কোটি টাকা ব্যয়ে এই লাইব্রেরীর পুনর্নির্মিত নতুন ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন দেশের বিশিষ্ট শিল্পপতি স্কয়ার গ্রুপ অব কোম্পানির চেয়ারম্যান স্যামসন এইচ চৌধুরী।

১৮৯০ সালে পাবনা জেলার সুজানগরের তাঁতিবন্দ জমিদার অন্নদা গোবিন্দ চৌধুরী পাবনা শহরের প্রাণকেন্দ্রে প্রথমে এই লাইব্রেরীটি প্রতিষ্ঠা করেন নিজ উদ্যোগে। মাত্র ১৩ শতাংশ জমির ওপর ছোট একটি ভবন ও টিনের একটি ঘর দিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। এভাবেই চলতে থাকে অর্ধ শতাব্দীকাল। এর পর ১৯৩৯ সালে লাইব্রেরীর কিছু ভবন উন্নয়নের কাজ করা হয়। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই বিভিন্ন সরকার আমলে বছরে সামান্য অনুদান নিয়ে লাইব্রেরীটি বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় একটি কার্যকরী কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে। এভাবে চলতে চলতে ১১২ বছরে পদার্পণ করে অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরী। এ দীর্ঘ সময়ে লাইব্রেরী ভবন ব্যবহারের প্রায় অযোগ্য হয়ে পড়ে। আসবাবপত্রসহ নানা সমস্যায় নিপতিত হয় কালের স্মৃতিবাহী এ জ্ঞানভাণ্ডারটি। এরই মধ্যে এ লাইব্রেরীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং ঐতিহ্যসহ বর্তমান প্রজন্মের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে এর গুরুত্ব সম্পর্কে নাড়া দেয় সকল মহলে। তৎপর হন পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ। পরিচালনা পরিষদসহ সকলের সম্মিলিত অনুরোধে লাইব্রেরীর আধুনিকায়ন ও উন্নয়নে এগিয়ে আসেন প্রখ্যাত শিল্প প্রতিষ্ঠান স্কয়ার গ্রুপের চেয়ারম্যান স্যামসন এইচ চৌধুরী ও তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি কনিষ্ঠ পুত্র বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজসেবক অঞ্জন চৌধুরী পিন্টু।

জরাজীর্ণ এবং ধ্বংসপ্রায় লাইব্রেরী ভবন ভেঙে ১৯৯৯

> *জমিদার অন্নদা গোবিন্দ চৌধুরী পাবনা শহরের প্রাণকেন্দ্রে প্রথমে এই লাইব্রেরীটি প্রতিষ্ঠা করেন*

সালের ৫ নবেম্বর স্যামসন এইচ চৌধুরী বহুতলবিশিষ্ট লাইব্রেরী ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। গত ২৫ অক্টোবর এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পুনর্নির্মিত ভবনের উদ্বোধন করা হয়। লাইব্রেরী পরিচালনা পরিষদের সভাপতি অঞ্জন চৌধুরী পিন্টুর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্যামসন এইচ চৌধুরী। সাধারণ সম্পাদক আবদুল মতীন খানসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এতে বক্তব্য রাখেন।

পুনর্নির্মাণে কোটি টাকার উর্ধে ব্যয় হয়। বহুতলবিশিষ্ট ভবনটি বর্তমানে ৪ তলা পর্যন্ত নির্মিত হয়েছে। ভবিষ্যতে ৭ তলা পর্যন্ত নির্মাণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই ভবনের নিচ তলায় ১৮টি বাণিজ্যিক ঘর, ২য় তলায় সাধারণ সদস্য-সদস্যা, পাঠক-পাঠিকা এবং সর্বস্তরের গবেষক, শিশুদের পড়াশোনা করা, সংবাদপত্রসহ সব ধরনের পাঠক-পাঠিকার জন্য ব্যবস্থা রয়েছে এবং ৩য় তলায় একটি ছোট মিলনায়তন, সভাকক্ষসহ অন্যান্য ব্যবস্থা রয়েছে। ৪র্থ তলায় আধুনিক প্রযুক্তিসহ আন্তর্জাতিক উন্নত মানের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের আয়োজন রয়েছে।

লাইব্রেরী পরিচালনা পরিষদের সভাপতি অঞ্জন চৌধুরী পিন্টু বলেন, এটিকে উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যতটুকু সম্ভব একটি আধুনিক লাইব্রেরীতে রূপান্তর করার জন্য তাঁরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে এ ক্ষেত্রে এর ঐতিহাসিক ঐতিহ্য সমুন্নত রাখা হবে। লাইব্রেরীতে বর্তমানে বাংলা, ইংরেজী, আরবী, উর্দু, সংস্কৃত প্রভৃতি বিষয়ের প্রায় ২০ হাজারের মতো বই রয়েছে। এছাড়া বেশ কিছু বিভিন্ন ভাষার পাণ্ডুলিপিও রয়েছে। এগুলো অতীতে বেশ অযত্নে ছিল। বর্তমান পরিচালনা পরিষদ উন্নত প্রযুক্তিতে এগুলো সংরক্ষণ করার প্রচেষ্টা নিচ্ছে।

সময়ের বিবর্তনে ধ্বংসপ্রায় অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরী নামের পাবনার এ জ্ঞানভাণ্ডার এখন জাগ্রত বিবেকের প্রতীক। জমিদার গোবিন্দ বাবুর স্মৃতিচিহ্নের এ শেষ স্বাক্ষরটুকু শত বছর নয়, হাজার বছর অটুট থাকুক- এ প্রত্যাশা এখন সকলের।